গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
২৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক আয়োজিত সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার রেকর্ড নোটস :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক আয়োজিত সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে এনটিআরসিএ এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সোলেমান খান, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম (অতিরিক্ত সচিব), চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ। সঞ্চালক হিসেবে জনাব এস. এম. মাসুদুর রহমান (যুগ্মসচিব), সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ উপস্থিত ছিলেন। আলোচক হিসেবে ড. মোঃ আবদুল মান্নান (যুগ্মসচিব), সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) এবং জনাব মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী (যুগ্মসচিব), সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ, ঢাকা সভায় উপস্থিত ছিলেন। অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২৩ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ২৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ও ২৪ জেলার জেলা শিক্ষা অফিসার এ সভায় অংশগহণ করেন।

সভার শুরুতে জনাব ড. মোঃ আবদুল মান্নান (যুগ্মসচিব), সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর তিনি সভার পরিচিতি পর্ব পরিচালনা করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে তিনি প্রধান অতিথি, সভাপতি ও অংশগ্রহণকারীদের সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি এনটিআরসিএর সূচনালগ্ন থেকে এ অব্দি সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যভিত্তিক ধারণা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব সোলেমান খান তার উদ্বোধনী ভাষণে সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যে সভার ৩টি প্রেক্ষাপট হিসেবে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসারদের ভূমিকা ও করণীয়, মাধ্যমিক পর্যায়ে বেসরকারি স্কুল সমূহে প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশের পাশাপাশি পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিকমান নিশ্চিতকরণে করনীয় সম্পর্কে, আধুনিক প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসারে ছাত্র/ছাত্রী পড়ানোর যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক বাছাই নিশ্চিতকরণ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আইন ও বিধির প্রবর্তন ও কার্যকরণে জেলা প্রশাসনের ও জেলা শিক্ষা অফিসারদের আগামীতে ধর্তব্যকরণীয় তুলে ধরেন।

তিনি বলেন যে, এনটিআরসিএ-এর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক নির্বাচন ও সুপারিশের ক্ষেত্রে যে মান নিশ্চিত করতে পেরেছে এরই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আগামীতে আরও যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসারদের ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন আমাদের শিক্ষার কেন্দ্রে রয়েছে ছাত্র/ছাত্রী। তাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে যে শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাদের নিয়োগ কার্যক্রম সংক্রান্ত পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষা না হলেও তার গুরুত্ব কোনো ভাবেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তিনি মাঠ প্রশাসনকে শিক্ষার যে কোনো বিষয়কে তাদের অগ্রাধিকার কাজের অন্তর্ভুক্ত করে অবদান রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন বেসরকারি বলা হলেও সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বড় অংকের অর্থ ব্যয় করে থাকেন। কাজেই কোনভাবেই এটিকে বেসরকারি বলা চলে না। তিনি জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের শিক্ষা বিষয়ক যে কোনো কাজকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালনের পরামর্শ প্রদান করেন ।

তিনি জেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়মিত বিরতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের তদারকি বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। আসন্ন অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা যেন সুষ্ঠুভাবে ও কার্যকরভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে মর্মে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। এজন্য প্রয়োজন দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। শিক্ষার্থীর জীবন আলোকিত করা না গেলে আলোকিত মানুষ তৈরি করা সম্ভব হবে না।

জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম (অতিরিক্ত সচিব), চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ ও সভাপতি প্রধান অতিথি, উপস্থিত মাঠ পর্যায়ের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দ ও জেলা শিক্ষা অফিসারসহ উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি সকলকে প্রবর্তিত আইন, বিধি ও পরিপত্র অনুসরণ করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান।

সচিব, এনটিআরসিএ, এনটিআরসিএ-এর পরিচিতি, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ধাপ, প্রবেশ পর্যায়ের নিয়োগ সুপারিশ প্রক্রিয়া ও ধাপ এবং আসন্ন অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় করণীয় নির্দেশাবলী সম্বলিত পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তার উপস্থাপনার পর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য ফ্লোর উন্মুক্ত করা হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্নোত্তর পর্বটি সভাপতি মহোদয় পরিচালনা করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে জেলা শিক্ষা অফিসার ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দ অংশ নেন। চেয়ারম্যান, সদস্য ও পরিচালক, মহোদয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা-

১. তিনি পরীক্ষা পরিচালনা নির্দেশাবলীতে জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পুলিশ সুপার এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মেট্রোএলাকায় পুলিশ কমিশনার এর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কক্ষ পরিদর্শক মোবাইল নিতে পারবে না বিষয়ক নির্দেশনার প্রার্থনা করেন।

এডিসি (শিক্ষা ও আইসিটি), কুমিল্লা-

২. তিনি সিট প্লান এর মুদ্রিত কাগজ পাঠানো বিষয়ে অবহিতকরণের অনুরোধ জানান। তিনি ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ওএমআর প্রেরণের নিয়মাবলী স্পষ্ট করণের অনুরোধ জানান। ২০০ করে ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত পৃথক থাকবে।

জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী-

৩. তার বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন এনটিআরসিএ-এর মাধ্যমে দুনীর্তিমুক্তভাবে শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ার বিষয়টি ইতোমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। সুপারিশপ্রাপ্তরা শোকরিয়া আদায় করেছেন কর্তৃপক্ষ এবং কর্মকর্তাদের। প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষকদের ন্যায় সহকারী প্রধান শিক্ষক/ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ এনটিআরসিএ-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার পরামর্শ রাখেন। এমপিও নীতিমালার সাথে সুপারিশ এর শর্তের কিছু বিরোধ দেখা যাচ্ছে মর্মে তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এ ব্যাপারে এমপিও বিষয়ক সভা করার প্রস্তাব করেন। তিনি ভুল নম্বর এর জন্য দুটি খাতা বাতিল করার বিষয় ন্যায় বিচার প্রসূত হয়না বলে উল্লেখ করেন। তিনি এ বিষয়টি নিরীক্ষার পর একজনকে অভিযুক্ত করে একজনকে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ জানান। মহিলা কোটার কারণে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তিনি বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানান।

জেলা শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ-

৪. এনটিআরসিএ কর্তৃক কোন জেলায় কত শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ করা হয়েছে তার তালিকা দেয়ার বিষয়ে এ তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জেলা শিক্ষা অফিসারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ নিতান্তই অপ্রতুল হওয়ায় তা বাস্তবতার নিরীখে বৃদ্ধির আবেদন করেন।

জেলা শিক্ষা অফিসার, বরিশাল-

৫. এনটিআরসিএ কর্তৃক একজন প্রার্থীকে দুটি প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ করায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থী কর্তৃক দুটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান ও একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্তফা না দেয়ায় সৃষ্ট সমাধানে কোনো প্রার্থীকে এক এর বেশী প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ না করার অনুরোধ জানান। দু জায়গায় যোগদান বন্ধ করা গেলে এ সমস্যা উদ্ভূত হবেনা বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জেলা ভিত্তিক কেন্দ্র বাড়ানোর প্রস্তাব বিবেচনার অনুরোধ জানান।

এডিসি (শিক্ষা ও আইসিটি), খুলনা-

৬. অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২৩ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২৪টি জেলা শহরে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত ২৪টি জেলা শহরের এডিসি (শিক্ষা ও আইসিটি) ও জেলা শিক্ষা অফিসারগণের সমন্বয়ে একটি Whatsapp group খোলার পরামর্শ দেন। এর ফলে নিবন্ধন পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো ধরণের তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এডিসি (শিক্ষা ও আইসিটি), গাজীপুর-

৭. প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), গাজীপুর এমসিকিউ প্রশ্ন কক্ষভিত্তিক সরবরাহ বিষয়ে প্রস্তাবনা রাখেন। এতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

এডিসি (শিক্ষা ও আইসিটি), ময়মনসিংহ-

৮. তিনি সভাপতি মহোদয়ের সূচনা বক্তব্য এর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রদত্ত বক্তব্য অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ বলে অবহিত করেন। তিনি উপস্থাপনকৃত পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে পরীক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা পাওয়া গেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন পরীক্ষা গ্রহণে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানে জেলা প্রশাসন অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি পরীক্ষা গ্রহণে কর্মরত শিক্ষকদের সম্মানী বাজেট বাড়ানোর প্রতি বিবেচনার অনুরোধ জানান।

পরিচালক এর বক্তব্য

পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) আমন্ত্রিত সকল কর্মকর্তাকে তাদের সক্রিয় ও প্রানবন্ত অংশগ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এবং পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের তরফ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণ ও প্রবেশ পর্যায়ে নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রমে এবং বিশেষ করে ১৭টি নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতা প্রদানকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিরলস কর্মসম্পাদনকারী সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করে আগামীতেও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের সম্মানী ও জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রশাসনের প্রদত্ত অর্থ বাস্তবতার আলোকে বিবেচনার বিষয়টি পর্যালোচনার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি অন্যান্য সকল পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের ন্যায় নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণে সকলের কার্যকর ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দলগত চেতনায় কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

সচিব এর বক্তব্য

সচিব, এনটিআরসিএ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইএফটি এর মাধ্যমে কেন্দ্র সচিব ও জেলা প্রশাসক বরাবরে অর্থ প্রেরণের বিষয়টি আগামী সপ্তাহে নিশ্চিত করা হবে মর্মে অবহিত করেন। তিনি বিগত পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রেরিত অর্থের খরচের বিবরণী ও বিল ভাউচার যারা প্রেরণ করেননি তাদের প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতির বক্তব্য

কর্মশালার সভাপতি চেয়ারম্যান এনটিআরসিএ আমন্ত্রিত সকলকে দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে এসএসসি পরীক্ষার আগে নানা কাজ থাকা সত্বেও কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি সচিব, এনটিআরসিএ-কে তার তথ্য সমৃদ্ধ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানান।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।কক্ষ ভিত্তিক প্রশ্নপত্র বিতরণ সহ বাস্তব সম্মত প্রস্তাব গুলো বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন। নিজস্ব ভবন না থাকায় এনটিআরসিএ সম্মেলন কক্ষে আসন ব্যবস্থাসহ নানা সীমাবদ্ধতার জন্য সৃষ্টকষ্ট এর জন্য আন্তরিক

দু:খ প্রকাশ করেন। আসন্ন অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরণে সকলের কার্যকর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ পোষণ করেন। তিনি পরীক্ষা গ্রহণে যাতে ত্রুটি বিচ্যুতি না হয় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার রোধ করা যায় সে বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রস্তাবনা তুলে ধরার অনুরোধ জানান।

সভাপতি সকল আমন্ত্রিত অতিথি, অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাসহ এনটিআরসিএর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সঞ্চালক-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

র‍্যাপোটিয়ারের স্বাক্ষর

৩১/০৩/২০২৪

১. জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান
সচিব (উপসচিব)
এনটিআরসিএ, ঢাকা।

৩১/০৩/২৪

২. জনাব শারমিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
এনটিআরসিএ, ঢাকা।